আহ্ছানিয়া মিশন
নারী মাদকাসক্তি
চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

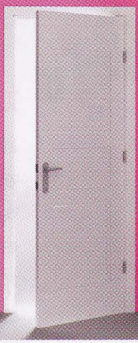

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষের তুলনায় নারীর মাদক ব্যবহার জনিত সমস্যা বেশি জটিল। নারীরা যেমন শারীরিক ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি সামাজিক ভাবেও বৈষম্যের শিকার। এছাড়া পুরুষের তুলনায় নারীর মাদক গ্রহণের কথা স্বীকার করার প্রবণতা যথেষ্ট কম। দেশে নারী মাদক নির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল এবং যুগোপযোগী নয়। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে নারীদের চিকিৎসায় Gender-Responsive Addiction Treatment (GRAT) প্রচলিত। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনো-সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবার এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে পরিচিত। মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট সফলতা না আসায় এবং দেশ ও বিদেশের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে গাজীপুরে এবং ২০১০ সালে যশোরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। নারী মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসার জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে প্রতিষ্ঠা করেছে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে।